Leaflets published from AICRP (G), BBG-Kolkata Unit.

Sl. No	Title	Year of Publications
1.	" Chhagal Palaner Kayekti Guruttapurna Dik" Editors: Prof P K Senapati, Dr Manoranjan Roy, Dr Uttam Sarkar and Dr Santanu Bera (Leaflet written in Bengali)	2016

ছাগল পালনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ছাগল পালন করলে মানুষের আর্থিক সংস্থানের ক্ষেত্রে তা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সামান্য কিছু নিয়মকানুন মানলেই ছাগলকে বহুরোগের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এছাড়াও কম খরচে পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব। ছাগল পালনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি যত্নবান হতে হবে।

● পরজীবীঘটিত রোগ থেকে প্রাণীকে রক্ষা করুন ঃ

পরজীবীঘটিত রোগ ঃ কৃমি জাতীয় বা পরজীবীঘটিত রোগের প্রাদুর্ভাব ছাগল পালনের মূল সমস্যা। ছাগল দু'ধরণের পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। (১) বাহ্যিক পরজীবী (উকুন, এটুলী) ও (২) আভ্যন্তরীণ পরজীবী (কৃমি, প্রটোজোয়া)।

● পরজীবী (কৃমি) আক্রমণের লক্ষণ ঃ

- পাতলা পায়খানা হয়।
- চামড়া বা লোম খসখসে হয় ও টানলে উঠে আসে।
- প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- পেট বড় হয়, দাঁত কিড়মিড় করে এবং খিচুনি হতে পারে।
- বেশীদিন আক্রান্ত হলে রক্তাল্পতা হয়, চোয়ালের নিচে জল জমে।
- অনেক সময় দুর্গন্ধ যুক্ত এবং রক্ত সহ পায়খানা পিচকিরির মত হয়।
- আদ্যপ্রাণী আক্রমনে জ্বর অনেকদিন ধরে থাকে, কফির মত মূত্র এবং লিম্ফগ্ল্যান্ড ফুলে যায়।

● পরজীবী আক্রমনের থেকে প্রতিকারের উপায় ঃ

- ছাগলের থাকার ঘর শুষ্ক, পরিষ্কার এবং আলো বাতাস যুক্ত হওয়া দরকার।
- আক্রান্ত প্রাণীকে আলাদা করে রাখতে হবে।
- গ্রীষ্মে ও শীতের সময় প্রাণীদের বাসস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করলে বহিঃপরজীবীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- ছাগল ও ভেড়াকে একই চারণভূমিতে দীর্ঘদিন চরানো ঠিক নয়, ফলে গোলকৃমি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
- উপযুক্ত ও নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে। বাচ্চাকে ২১ দিন বয়সে প্রথমবার এবং তারপর প্রতি মাসে ১ বার করে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত কৃমির ঔষধ খাওয়ানো উচিত।
- তিন মাস বয়সের পর থেকে প্রতিবার কৃমির ঔষধের সাথে যকৃৎ টনিক ও ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স অবশ্যই খাওয়ানো দরকার।
- তিন মাস বয়সের পর প্রতি তিনমাস অন্তর কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে।
- প্রয়োজনানুসারে বর্ষার আগে ও শীতের শেষে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।
- সূর্যোদয় থেকে ২ ঘন্টা পর্যন্ত এবং সূর্যাস্তের দুঘন্টা পরবর্তী সময় মাঠে ছাগল চরানো উচিত নয়।

● পরজীবী ঔষধ ব্যবহারের নিয়ম ঃ

- সাধারণতঃ সকালে খালিপেটে কৃমির ঔষধ খাওয়ানোই ভালো।
- অনুবীক্ষণ যন্ত্রে মল পরীক্ষা করে কৃমির ডিম বা লার্ভা সনাক্ত করে প্রাণীচিকিৎসকের পরামর্শ মতো কৃমিনাশক ঔষধ ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- তিন মাস বয়সের পর থেকে প্রতিবার কৃমির ঔষধের সাথে যকৃতের ঔষধ ও ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স অবশ্যই খাওয়াতে হবে বা ইনজেকশনের মাধ্যমে দেওয়া উচিত।
- গর্ভাবস্থায় কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হলে প্রাণীচিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই প্রয়োজন।
- অসুস্থ অবস্থায় কৃমির ঔষধ খাওয়ানো উচিত নয়।
- সাধারণতঃ বর্ষার আগে ও শীতের শেষে নিয়ম করে কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে।

● টীকাকরনের মাধ্যমে মারাত্মক কোন ব্যাধি থেকে ছাগলকে রক্ষা করুন ঃ

কোন কোন ভাইরাস এবং ব্যাক্টিরিয়া প্রাণীদেহে মারাত্মক কিছু রোগের সৃষ্টি করে। যা থেকে প্রাণীকে সহজে বাঁচানো গেলেও প্রাণীপালক আর্থিক লোকসানের সম্মুখীন হন। বছরের বিভিন্ন সময় নিয়মকরে টীকাকরন করলে জীবানুঘটিত অনেক রোগব্যাধির থেকে প্রাণীকে রক্ষা করা যায়।

রোগের নাম	টীকা দেবার সময়	প্রথমবার দেবার সময়	পুনরায় প্রয়োগের নিয়ম
পি. পি. আর (PPR)	শীতের পূর্বে	কমপক্ষে ৩ মাস	৩ বছর অন্তর
ছাগ বসন্ত (Goat Pox)	গ্রীষ্মে	কমপক্ষে ৩ মাস	১ বছর অন্তর
এন্টারোটক্সিমিয়া (Enterotoxaemia)	গ্রীষ্ম এবং শীতের পূর্বে	কমপক্ষে ৩ মাস	৬ মাস অন্তর
সি.সি.পি.পি. (CCPP)	শীতের পূর্বে	কমপক্ষে ৩ মাস	১ বছর অন্তর

● ছাগলের রোগ প্রতিরোধক সাধারণ শর্তাবলী ঃ

কথায় বলে 'রোগ প্রতিরোধই নিরাময়ের সহজতম উপায়'। কয়েকটি সাধারণ বিষয়ের দিকে নজর রাখলে ছাগলের রোগ - ভোগ কম হবে যা প্রাণী - পালকের আর্থিক লাভের অংক বাড়াতে সহায়তা করবে।

- ❖ মুক্ত অবস্থায় ছাগল পালন করলে লক্ষ্য রাখতে হবে চরবার জায়গা যেন পরিচ্ছন্ন ও দূষণ মুক্ত হয়।
- ❖ বদ্ধ অবস্থায় ছাগল পালনের ক্ষেত্রে বসবাসের জায়গা নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন।
- ❖ অসুস্থতার কোন রকম লক্ষণ দেখলেই প্রাণিচিকিৎসকের পরামর্শ মত যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।
- ❖ অসুস্থ ছাগলটিকে অন্যান্য সুস্থ ছাগলের থেকে দূরে রাখতে হবে।
- ❖ ছাগল যেন দূষিত বা পচা খাবার যেমন রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট, নোংরা ঘাস,-পাতা, নর্দমার জল না খায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।
- ❖ রোগ চলাকালীন বা কোন অসুস্থতা থাকলে টিকা দেওয়া উচিত নয়।
- ❖ যতটা সম্ভব খোলা-মেলা অথচ রোদ-বৃষ্টি থেকে আশ্রয় পাবে এমন জায়গায় ছাগলকে রাখা উচিত।
- ❖ ছাগলকে শীতকালে ১৫ দিন অন্তর এবং বছরের অন্য সময়ে ৩ দিন অন্তর একবার স্নান করানো ভালো।
- ❖ এলাকা বিশেষে ছাগলের প্রধান সংক্রামক রোগগুলির প্রতিষেধক টীকা দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য।
- ❖ যেকোন দুটি টিকা দেওয়ার মধ্যে কমপক্ষে ১৫ দিন ব্যবধান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।
- ❖ নিয়মমাফিক বহিঃপরজীবীর চিকিৎসা করলে এবং কৃমির ওষুধ খাওয়ালে (বিশেষত বর্ষার আগে ও পরে) ছাগল পালন নিশ্চিতভাবে লাভজনক ব্যবসায় পরিগণিত হবে।

● সবুজ প্রাণী খাদ্য চাষ কেন করবেন ঃ

খাদ্য, প্রজনন, প্রতিপালন, চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ হল উন্নত প্রথায় প্রাণীপালনের মূল বিষয়। প্রাণী পালনের শতকরা ৭০ শতাংশ ব্যয় হয় খাদ্যের পিছনে। তাই প্রাণী পালনকে লাভজনক করে তুলতে হলে সবুজ খাদ্যের চাষ করতে হবে। বিবিধ কারণে সবুজ প্রাণী খাদ্য চাষ করা দরকার।

- ❖ অল্পখরচে পুষ্টির যোগান দেওয়া সম্ভব হবে।
- ❖ খাদ্য এবং বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা ঠিক থাকবে।
- ❖ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।
- ❖ কম খরচে বেশী লাভ হবে।

তাছাড়া সবুজ খাদ্য চাষের ফলে—

- ❖ মাটির গঠন ঠিক রাখা সম্ভব।
- ❖ মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো যায়।
- ❖ ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়।
- ❖ অনুর্বর ও পতিত জমিতে চাষযোগ্য করে তোলা যায়।
- ❖ আগাছা ও কীট শত্রুকে দমন করা যায়।
- ❖ শুঁটি জাতীয় সবুজ প্রাণী-খাদ্য চাষের মাধ্যমে জমির উর্বরা শক্তি বাড়ানো যায়।
- ❖ একফসলী জমিকে বহুফসলী জমিতে পরিণত করা যায়।

প্রধান প্রধান সবুজ ঘাসের চাষের সময়—

খারিফখন্দ	রবি খন্দ	বারো মেসে ঘাস
জোয়ার (গামা)	বারসীম	সংকর নেপিয়ার
ভুট্টা	লুসার্ন	প্যারা
বরবটি	মটরশুটি	গিনি
গাইমুগ	ওট (যব)	সুবাবুল
দীননাথ		

ভারত সরকারের কৃষিমন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। লেখায় ঃ **ডঃ পি. কে. সেনাপতি, ডঃ মনোরঞ্জন রায়, ডঃ উত্তম সরকার ও ডঃ শান্তনু বেরা**। সর্বভারতীয় সুসংহত ছাগ মাননোয়ন গবেষণা প্রকল্প।